



# দুই দশেরে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি গ্রীন ফিল্ড

লেখক: নাফজিল কাদীম | প্রকাশিত: 12 July 2026, 01:58 AM | বিভাগ: মার্কেটিং



আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তর এবং বখিঁয়াত সাহারা মরুভূমির দেশে আলজেরিয়া। ১৩২ বছর ফরাসী শাসনের পর দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশে মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় এই দেশটির সাথে আমাদের কটনটৈকি সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর আলজেরিয়া প্রথম আরব দেশে যারা আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই দিক বিবেচনায় আলজেরিয়া আমাদের অনেক পুরোনো বন্ধু। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আলজেরিয়ার সাথে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক তমেন একটা গড়ে উঠেনি। আলজেরিয়া সম্পর্কে খুব বেশি জানার সুযোগ আমাদের হয়নি। সদ্য গঠিত বাংলাদেশ-আলজেরিয়া বজিনসে ফোরামের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আমরা আলজেরিয়া ভ্রমণ করে আসি। যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যবসা সম্প্রসারণ নিয়ে এই সেক্টরে কাজ করছি, এ কারণে দূতাবাসের সহযোগিতায় এই বজিনসে ট্রপি

থেকে আমার চমৎকার কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে। বাজারজাতকরণ ম্যাগাজনিরে সম্পাদক নজীবুল্লাহ ভাইয়ের অনুরোধে আমার এই লেখার অবতারণা। আগে বাংলাদেশে আলজেরিয়ার দূতাবাস খুব ছোট্ট পরিসরে ছিল। কিন্তু এখন এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসে রূপ লাভ করেছে। এখন ভসি দিচ্ছে। বজিনসে ফোরাম গঠন করছে। আগের চেয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি পিয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে আলজেরিয়ার সাথে বাংলাদেশে একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হতে যাচ্ছে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো বাংলাদেশে যে কোনো দেশে জন্য অনেক বড় একটি মার্কেটে। প্রায় ২০ কোটি মানুষের বসবাস এ দেশে। মানুষের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করলে এখানে আর্থিক সক্ষমতার ধাপ অনেকগুলো। ফলে কম দামি পণ্যের বাজার যমেন রয়েছে, তমেনি অতি উচ্চমূল্যের পণ্যের বাজারও রয়েছে। এটাই যে কোনো দেশে ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

আলজেরিয়া বাংলাদেশীদের বিনিয়োগকারী হিসেবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করছেন তিনি এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন দুই দেশের ব্যবসায়ীদের যদি এক টেবিলে বসানো যায়, আলোচনা শুরু করা যায়, তাহলে সেখান থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচন হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম গঠন করছেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর উদ্যোগই আলজেরিয়ার ব্যবসায়ীরা আমাদের এই ফোরামের সদস্যদের আলজেরিয়া ভিজিট করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আলজেরিয়া গিয়েছিলাম। ঠিক ওই একই সময়ে ওখানে ইন্টার-আফ্রিকা ট্রাডে ফোরাম চলছিল। ফলে সেটাও আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছিল।

ইন্টার-আফ্রিকা ট্রাডে ফোরাম আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বড় মেলা। আমি আগাই উল্লেখ করছি আলজেরিয়া সম্পর্কে আমাদের তথ্য এদেশের মানুষদের খুব বেশি ধারণা নেই। অধিকাংশ মানুষ শুধু আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিরাস এ পর্যন্তই জানেন। কিন্তু আমরা যাওয়ার পর আমাদের ধারণা পুরো বদলে গেল। আলজেরিয়া অনেক বড় একটি দেশ। এর আয়তন ২৩,৮১,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। মানচিত্রে দেশটির আয়তন দেখলে অবাক হতে হয়। বাংলাদেশে সপ্তকে তুলনা করলে বোঝা যায় দেশটি বাংলাদেশে তুলনায় কত বড়। বাংলাদেশে আয়তন ১,৩০,১৭০ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ বাংলাদেশে তুলনায় ১৮ গুণের চেয়েও বড়। আলজেরিয়ার চারপাশে আফ্রিকার ছয়টি দেশ রয়েছে। দেশগুলো হলো মরক্কো, তউনিসিয়া, লবিয়া, নাইজার, মালি, এবং মৌরিতানিয়া। আলজেরিয়ার সাথে ইউরোপের যথেষ্ট ভালো যোগাযোগ রয়েছে। ফলে আফ্রিকা-ইউরোপ মিলে আলজেরিয়া হয়ে উঠছে ব্যবসায়ের জন্য একটি শক্তিশালী কানেক্টিং হাব। ইউরোপের সাথে সম্পর্কের

বড় একটি কারণ হলো আলজেরিয়া এক সময় ফ্রান্সের কলোনি ছিল। আমরা যদি আলজেরিয়ার সাথে কোনো বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতাম তবে ওই পথ ধরে একদিকে যমেন ইউরোপকে কানেক্ট করা যাবে, আবার অন্যদিকে পুরো আফ্রিকাকে কানেক্ট করা যাবে।

আলজেরিয়ার সাথে আমাদের এখনো সরাসরি কোনো বমিন ফ্লাইট শুরু হয়নি। তবে দুই দশেরে মন্ট্রিয়াল পর্যায় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আমরা আশা করি এই যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় আলজেরিয়ার সাথে আমাদের ফ্লাইট চালু হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায়িক সম্পর্কেও নতুন দিনের সূচনা হবে। ফ্লাইট চলাচলের ক্ষেত্রে প্রথমতই হয়তো কার্গো ফ্লাইট শুরু হবে। এরপর প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটও চালু হবে।

ইন্টার-আফ্রিকা ট্রাডে ফ্যোর দখলের কারণে আফ্রিকার অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কেও আমাদের ধারণা লাভ করার সুযোগ হয়েছে। এই মলোটিনকে বড় পরিসরে হয় বণ্ডায় আফ্রিকার সকল দেশে তাদের পণ্যের ডিসপ্লের করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। আমাদের সুযোগ হয়েছিল আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের পণ্য দখলের এবং খোঁজখবর নেওয়ার। আমি আগাই উল্লেখ করছি আলজেরিয়া সম্পর্কে আমাদের খুব বেশি ধারণা ছিল না। আলজেরিয়ার রাজধানী এবং সাহারা মরুভূমি এই ছিল আমাদের জানার পরিসীমা। তবে আমরা যাঁরা গিয়েছিলাম তাঁদের প্রত্যেকের কোনো না কোনো দিক নিয়ে মনের মধ্যে ভাবনা ছিল। আমার আগ্রহ ছিল আলজেরিয়ার পর্যটনশিল্প নিয়ে। আবার কারও কারও আগ্রহ ছিল আলজেরিয়ার খজুর নিয়ে। আমাদের দেশে খজুরের একটি বিশাল বাজার রয়েছে। আলজেরিয়ার খজুর এদেশে আসে দুই হয়। ফলে খরচ বেশি পড়ে, দামও বেশি পড়ে। কিন্তু আলজেরিয়ার সাথে যদি সরাসরি কার্গো বমিন যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে এই খজুর আলজেরিয়া থেকে সরাসরি দেশে আনা সম্ভব। আমাদের দেশে এডুকেশন সেক্টর নিয়ে কাজ করছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা গিয়েছিলেন। আবার আবাসন খাতে ব্যবসা করছেন এমন কর্মকর্তাও ছিলেন। ফলে প্রত্যেকে তাঁর নিজ নিজ অবস্থান থেকে ব্যবসায়ের নানা দিক পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে আলজেরিয়া আমাদের জন্য ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গ্রীন ফিল্ড। এটি একটি আরব দেশ। কিন্তু আরবিতাঁদের একমাত্র ভাষা নয়। এক সময় এটি ফ্রান্সের কলোনি ছিল। ফলে এখানকার প্রচুর মানুষ ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলেন। তাঁদের খাদ্য তালিকার ৮০ ভাগ ইউরোপের খাদ্য, বাকি ২০ ভাগ আরব খাদ্য। তাঁদের পোশাক, চলাফেরা সবই ইউরোপিয়ানদের মতো। যাঁরা বয়স্ক মানুষ, পুরোনো দিনের মানুষ, তাঁদের মধ্যে আরব সংস্কৃতি, আরব পোশাক, আরব খাবারের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়।

আলজেরিয়া তিনটি সংস্কৃতির একটি দেশ। একদিকে আফ্রিকার প্রভাব রয়েছে। আবার ইউরোপের প্রভাবও রয়েছে। আর সেই সাথে আরব দেশে হিসাবে এরাবিয়ান প্রভাব সটোও রয়েছে। ফলে তিন সংস্কৃতির চমৎকার এক দেশ হিসাবে আলজেরিয়া আবর্তিত হয়েছে। সম্প্রতি দেশটির অর্থনীতি উন্মুক্ত হওয়ার কারণে আলজেরিয়া এখন এশিয়ামুখী হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মূল কারণ হলো দুটি দেশই মুসলিম। ফলে সংস্কৃতি কিছু জায়গায় আমাদের সাথে আলজেরিয়ার মিল রয়েছে। ইতোমধ্যে উল্লেখ করছি বাংলাদেশে যে কোনো দেশের জন্য একটি বিড় বাজার। এই বিষয়টিও আলজেরিয়া গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

আলজেরিয়া আমাদের তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য বড় একটি বাজার হতে পারে। আলজেরিয়ার সাথে আমাদের সরাসরি তৈরি কোনো বাণিজ্য সম্পর্ক নেই। আমার জানা মতে আলজেরিয়ায় আমরা কোনো গার্মেন্টস সামগ্রী সরাসরি রপ্তানি করিনি। কিন্তু আলজেরিয়ার বিভিন্ন শোরুম আমাদের গার্মেন্টস সামগ্রী দিয়ে ভরা। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা আমাদের পণ্য দিয়ে আলজেরিয়ার মার্কেটে দখল করেছে। আমরা যদি আলজেরিয়ার সাথে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহলে অবধারিতভাবে এই ব্যবসাই বিদ্যমান থাকতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করছি আলজেরিয়ায় বাংলাদেশের চমৎকার ইমজে রয়েছে। এর কারণ হলো প্রথমত, বাংলাদেশে একটি মুসলিম কান্ট্রি দ্বিতীয়ত, ওই দেশের বিভিন্ন আউটলেটে বাংলাদেশের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে। আরেকটি কারণ হলো আমাদের সনোবাহিনী সম্পর্কে ওরা খুব ভালো ধারণা রাখে। আলজেরিয়ার আশপোশের দেশগুলোর নাগরিকদের সাথে আলজেরিয়ার নাগরিকদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বেশ ভালো যোগাযোগ রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ মশিনে বাংলাদেশের সনোবাহিনী কাজ করছে। তাঁদের কাজগুলো ওই সকল দেশের নাগরিকেরা ফলাও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করছে। আলজেরিয়ার জনগণ সবেশে দেখছে এবং আমাদের সনোবাহিনী সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করছে। এছাড়া আলজেরিয়ার অনেকে নাগরিক তাবলীগ জামাতের সাথে জড়িত। তাঁদের মধ্যে কউ কউ বাংলাদেশে এসেছেন। আবার আমাদের দেশেরও কউ কউ আলজেরিয়ায় গিয়েছেন। এটাও আলজেরিয়ার মানুষের কাছে ভালো লাগার একটি বিষয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আলজেরিয়ার পর্যটনশিল্প নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। এদেশের মানুষের কাছে পর্যটন বলতে দেশের বাইরে কম বাজারে যেতে হলে ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, অথবা থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া। আর যাঁদের অর্থবিত্ত বেশি তাঁরা ইউরোপ, কানাডা, এবং

আমেরিকাকে বচ্ছে নিয়ে। আলজেরিয়াও ভালো একটি পর্যটন স্পট হতে পারে। আমরা সাহারা মরুভূমির সাথে সতোবে পরচিত্তি নই। মরুভূমিত্তিও অনকে কচ্ছু দখোর এবং জানার রয়চ্ছে। এছাড়া আলজেরিয়া একসময় রোমানদরে শাসনে ছিল। ফলে ওখানে রোমানদরে অনকে স্থাপত্যরে নদির্শন আজও রয়চ্ছে। একজন পর্যটক হিসেবে এগুলোও দখোর বসিয়। আলজেরিয়ার রয়চ্ছে বসিত্তীর্ণ ভূমি আলজেরিয়ার সরকার কৃষজিমি হিসেবে এগুলো ব্যবহাররে জন্য বাংলাদেশীদরে দতিে ইচ্ছুক। তাঁদরে ভাবনা ওই সকল জমতিে কৃষকিজ হবো। উৎপাদতি পণ্য তাঁরা কৃষকদরে নকিট থকে কনিে নবেো। মধ্যপ্রাচ্যরে কচ্ছু দশেে বাংলাদেশেে কৃষজি পণ্য উৎপাদন করে এদশেেে কৃষকরো বশে সুনাম অর্জন রয়চ্ছে। এ কারণে আলজেরিয়া সরকার মনে করে বাংলাদেশে থকে যদি কৃষকরো আলজেরিয়ায় গয়িে কৃষকিজ করে তাহলে সটো দুই দশেেে জন্যই কল্যাণকর হবো। গত বছর আমরা আমাদরে ফোরাম থকে আমরে মৌসুমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থকে বিভিন্ন প্রকার আম সংগ্রহ করে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতকে উপহার দয়িছেলাম। তনি আমরে ঘ্রাণ এবং মস্টিতা দখে অভভিত্তি হয়ছেলিনে। তনি এই আমচাষীদরে আলজেরিয়ায় নয়িে আমবাগান করতে ইচ্ছুক। আলজেরিয়ার সাথে আমরা যদি ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারিত্তিাহলে সটো দুই দশেেে জন্যই ভালো ফলাফল বয়ে আনতে পারে। বশিষে করে বাংলাদেশেে জন্য সটো অধিক লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনাই বশোঁ

আলজেরিয়ার প্রচুর মানুষ ইউরোপিয়ান স্টাইলরে পোশাক পড়নে। খাদ্যরে তালকিয় ইউরোপরে খাবারই বশোঁ কনিত্তু পারবারিকি শৃঙ্খলাবোধ ববিচেনা করলে নঃসন্দহেে বলতে হবো প্রতটি পরিবার রক্ষণশীল মুসলমি পরিবার। তাঁরা তাঁদরে আদর্শেে বশ্বাসী। সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাটে পুরুষ ছাড়া কোনো মহলিদরে দখো যায় না। অনকেটা আমাদরে দশেেে আশরি দশকরে সমাজব্যবস্থার মতো। ওই দশেেে সরকাররে প্রতটি জনগণরে অকুন্ঠ সমর্থন রয়চ্ছে। সরকার থকে জনগণরে জন্য যা কচ্ছু করছে তা পয়েইে জনগণ সন্তুষ্ট। মানুষরে মধ্যেে পারস্পরিকি শ্রদ্ধাবোধ, ােহ, মায়্যা-মমতা সবই রয়চ্ছে। ওদরে ট্রাফিকি ব্যবস্থা অত্য়ন্ত চমৎকার। রাস্তাঘাটে গাড়রি হর্ন বাজাতে দখেনি়ি কাউকে নয়িম-শৃঙ্খলা ভাঙতেও দখেনি়ি দশেটটি ইউরোপরে মতো উন্নত নয়। কনিত্তু মানুষরে চলাফরো, শৃঙ্খলাবোধ ইউরোপরে মতো। এটা আমাকে খুব অবাক রয়চ্ছে। রাস্তার মধ্যেে কখনো ট্রাফিকি পুলশি দখেনি়ি ট্রাফিকি সগিন্যাল দখেনি়ি অথচ রাস্তার মধ্যেে অনকে পাহাড়ী বাঁক রয়চ্ছে। তারপরও রাস্তায় কোনো এক্সডিনেট হয় না। কারণ গাড়িালকরো কখনো নজিস্ব লাইন মসি করে না। রাস্তাঘাট অত্য়ন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই বসিয়গুলো আমাদরে সকলকে বশে মুগ্ধ রয়চ্ছে। আগইে বলছে দশেটটি ইউরোপরে মতো উন্নত নয়। অর্থনতৈকি অবস্থা ববিচেনা করলে আমাদরে চয়েে কচ্ছুটা উন্নত। কনিত্তু তাঁদরে চনিত্তাবনা, সস্টিমে, পরকিল্পনা আমাদরে চয়েে অনকে উন্নত।

আলজেরিয়া শুধু আমাদের জন্য ভার্জিনি কান্ট্রিনিয়। বর্ষে অন্যান্য অঞ্চল থেকেও খুব বেশি মানুষ ওই দেশে যান। ফলে কোনো বর্ষেই দেখলে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়। ছোট ছোট বাচ্চারা সলেফি তুলতে আসে। অটোগ্রাফ নতে আসে। এটা আমাদের ভীষণ আনন্দ দিয়েছিল। অনেকে শিশুরা যখন আমাদের সাথে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলত তখন ওদের বাবা-মা গুলো ভিডিও করত। এগুলো একটি ভালো লাগার বিষয় ছিল। ওই দেশের জলবায়ু বেশ গরম। তাপমাত্রা ৪০-৪২ ডিগ্রি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এর চেয়েও ওপরে উঠে যায়। কিন্তু দেশটি ভূমধ্যসাগরের পাশে থাকার কারণে সাগরের বাতাস সব সময় দেশটির ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এটা চরম আবহাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ফলে তাপমাত্রা অসহনীয় মনে হয় না।

অচিরেই আমাদের প্রতিষ্ঠান ট্রাভলে বাংলা ডটকম এর উদ্যোগে দুই দেশের ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের নিয়ে গ্রুপ ট্যুর আয়োজনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে আলজেরিয়া বর্জিনসে ফোরামের উদ্যোগে বর্জিনসে ডেলিগেশন বিনিময় কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

নাফজিল কাদীম

ফাউন্ডার ডিরেক্টর, ট্রাভলে বাংলা ডটকম

চীফ কনসালটেন্ট, ইনোভেশন এসোসিয়েটে

ইসি সিসি, বাংলাদেশ-আলজেরিয়া বর্জিনসে ফোরাম